উদ্ভাবনী উদ্যোগ: **ওএমএস কার্যক্রম প্রচার ও ওএমএস দোকান চিহ্নিতকরণ নির্দেশিকা।**

০১। উদ্যোগের শিরোনাম:

ওএমএস কার্যক্রম প্রচার ও ওএমএস দোকান চিহ্নিতকরণ নির্দেশিকা।

০২। সেবাটি বর্তমানে কিভাবে দেয়া হয়:

নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে সিদ্ধান্ত হওয়ার পর মন্ত্রণালয় কর্তৃক অধিদপ্তরকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়। পরবর্তীতে অধিদপ্তর মাঠ পর্যায়ে নির্দেশনা প্রদান করে। ডিলার নির্বাচন করার জন্য অধিদপ্তর ডিলারদের কাছ থেকে আবেদন পত্র গ্রহন করে যাচাই বাচাই এর মাধ্যমে ডিলারের তালিকা প্রণয়ন করেন। তালিকা অনুযায়ী ডিলারের অনুকূলে বরাদ্দ প্রদান করা হয়। ডিলার খাদ্যশস্য উত্তোলন করে বিক্রয় কেন্দ্র/দোকানে নিয়ে আসে। রেজিস্ট্রারে ভোঁক্তার নাম লিপিবদ্ধ করে টিপসই নিয়ে খাদ্যশস্য ভোঁক্তাকে বিতরণ করা হয়। দিনের অবিক্রিত খাদ্যশস্য দোকানে সংরক্ষণ করে পরবর্তী দিনে পূর্ব দিনের অবিক্রিত খাদ্যশস্য এর সাথে সমন্বয় করে পরবর্তী দিনে উত্তোলন করেন।

বিদ্যমান প্রসেস ম্যাপ:

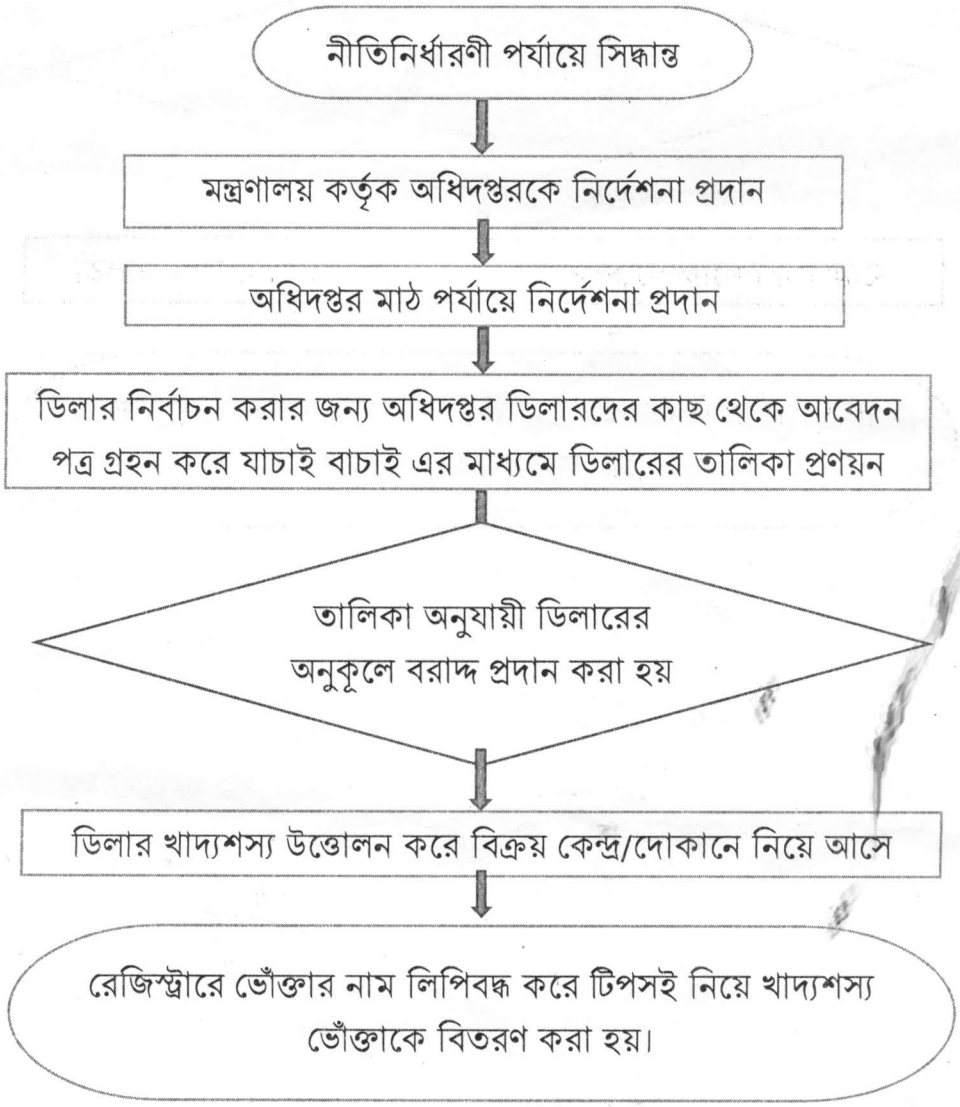

০৩। বিদ্যমান পদ্ধতিতে সমস্যাসমূহ:

ক. লালসালুতে লিখিত ছোট ব্যানার যা ভোক্তার দৃষ্টিগোচর নয়।

খ. প্রচারের অভাবে ওএমএস দোকানে কম বিক্রি ।

গ. অপেক্ষাকৃত সুবিধাজনক স্থানে অবস্থিত ওএমএস দোকানে বেশি বিক্রি।

ঘ. ওএমএস দোকান ভোক্তার দৃষ্টিগোচর নয়।

ঙ. অনেক ডিলারের ব্যানার লাগাতে অনীহা।

চ. অধিক চাহিদা সম্পন্ন এলাকায় ওএমএস দোকানে ভোক্তার দীর্ঘ লাইন।

ছ. সকাল ৯ টা থেকে ৫ টা পর্যন্ত ওএমএস দোকান খোলা থাকে;যা চাকুরিজীবী/গার্মেন্টস শ্রেণীর ভোক্তার জন্য ওএমএস দোকান থেকে খাদ্যশস্য ক্রয় করা সম্ভব হয়ে উঠে না।

জ. খোলা চাল/আটা বহনে এক শ্রেনীর ভোক্তাকে নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় ব্যাগ নিয়ে যাওয়ার অসুবিধা হওয়ায় অনেক ক্রেতা ওএমএস দোকান যেতে চায় না।

০৪। সমস্যা সমাধানে আইডিয়ার বিবরণ:

সকল ওএমএস দোকান লাল ও সবুজ (জাতীয় পতাকার রঙ প্রস্তাবিত) রঙ দ্বারা চিহ্নিত হবে। ওএমএস ব্র্যান্ডিং লোগো নির্দিষ্ট করণ

(ব্যাকগ্রাউন্ড বাংলাদেশের মানচিত্রের জলছাপ এবং জলছাপের উপর ভোক্তার লাইন সম্বলিত ডিলারের ভোক্তাকে বিতরণকৃত খাদ্যশস্যের ক্যারিকেচার প্রস্তাবিত)। প্রত্যেক ডিলারের দোকানের সামনে ওএমএস দোকান চিহ্নিতকরণ ম্যাপ এর বিলবোর্ড থাকবে। ওএমএস দোকান চিহ্নিতকরণ ম্যাপ ও লেজ্যান্ডারি সম্বলিত প্রচার পত্র (লিফলেট) বিলিকরন। অধিক চাহিদা সম্পন্ন এলাকায় ওএমএস দোকানের সংখ্যা বাড়ানো এবং চাহিদার ভিত্তিতে খাদ্যশস্যের বরাদ্দ যৌক্তিকরণ এবং জোনিং এর মাধ্যমে ওএমএস দোকানের গ্রেডেশন করা। চাকুরিজীবী/গার্মেন্টস বা বিশেষ শ্রেণীর ভোক্তাকে ওএমএস কার্যক্রমের খাদ্যশস্য ক্রয়ের প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করার জন্য অপেক্ষাকৃত সুবিধাজনক সময় সকাল ১০ টা থেকে সন্ধ্যা ৭ টা পর্যন্ত ওএমএস দোকান খোলা রাখার ব্যবস্থা। চাল/আটা বহনে সহজলভ্যতা আনয়নের জন্য পরীক্ষামূলকভাবে নিদির্ষ্ট সংখ্যক দোকানে প্যাকেটজাত চাল ও আটা সরবরাহ করা।

০৫। পাইলটিং এলাকা ও সময়:

ঢাকা মহানগর।

সময়: ৩১ ডিসেম্বর ২০২০ এর মধ্যে।

০৬। **ফলাফল (TCV++):**

আইডিয়া বাস্তবায়নের আগে	* লালসালুতে লিখিত ছোট ব্যানার যা ভোক্তার দৃষ্টিগোচর নয়। * প্রচারের অভাবে ওএমএস দোকানে কম বিক্রি * অপেক্ষাকৃত সুবিধাজনক স্থানে অবস্থিত ওএমএস দোকানে বেশি বিক্রি। *ওএমএস দোকান ভোক্তার দৃষ্টিগোচর নয়। * সকাল ৯ টা থেকে ৫ টা পর্যন্ত ওএমএস দোকান খোলা থাকে;যা *চাকুরিজীবী/গার্মেন্টস শ্রেণীর ভোক্তার জন্য ওএমএস দোকান থেকে খাদ্যশস্য ক্রয় করা সম্ভব হয়ে উঠে না। * খোলা চাল/আটা বহনে এক শ্রেনীর ভোক্তাকে নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় ব্যাগ নিয়ে যাওয়ার অসুবিধা হওয়ায় অনেক ক্রেতা ওএমএস দোকান যেতে চায় না। * অনেক ডিলারের ব্যানার লাগাতে অনীহা। * অধিক চাহিদা সম্পন্ন এলাকায় ওএমএস দোকানে ভোক্তার দীর্ঘ লাইন। * খোলা চাল/আটা বহনে এক শ্রেনীর ভোক্তাকে নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় ব্যাগ নিয়ে যাওয়ার অসুবিধা হওয়ায় অনেক ক্রেতা ওএমএস দোকান যেতে চায় না।
আইডিয়া বাস্তবায়নের পরে	*সকল ওএমএস দোকান লাল ও সবুজ (জাতীয় পতাকার রঙ প্রস্তাবিত) রঙ দ্বারা চিহ্নিত হওয়ার ফলে সহজে ভোক্তা ওএমএস দোকান চিনতে পারবে। * লোগো নির্দিষ্টকরণের ফলে ওএমএস কার্যক্রম ব্র্যান্ডিং হিসেবে মূল্যায়িত হবে। *প্রত্যেক ডিলারের দোকানের সামনে ওএমএস দোকান চিহ্নিতকরণ ম্যাপ এর বিলবোর্ড থাকায় ভোক্তা সহজেই তার সবচেয়ে সুবিধাজনক ওএমএস দোকান নির্দিষ্ট করতে পারবে। *ওএমএস দোকান চিহ্নিতকরণ ম্যাপ ও লেজ্যান্ডারি সম্বলিত প্রচার পত্র (লিফলেট) বিলিকরণের ফলে মহানগরীর সকল শ্রেণীর ভোক্তার কাছে ওএমএস কার্যক্রম সর্ম্পকে প্রচার সহজ হবে। *অধিক চাহিদা সম্পন্ন এলাকায় ওএমএস দোকানের সংখ্যা বাড়ানো এবং চাহিদার ভিত্তিতে খাদ্যশস্যের বরাদ্দ যৌক্তিকরণ এবং জোনিং এর মাধ্যমে ওএমএস দোকানের গ্রেডেশন করা হলে ওএমএস কার্যক্রমের সুফল পাওয়া যাবে। * সকাল ১০ টা থেকে সন্ধ্যা ৭ টা পর্যন্ত ওএমএস দোকান খোলা রাখার ব্যবস্থা করা গেলে চাকুরিজীবী/গার্মেন্টস বা বিশেষ শ্রেণীর ভোক্তাকে ওএমএস কার্যক্রমের খাদ্যশস্য ক্রয়ের প্রবেশাধিকার নিশ্চিত হবে।
আইডিয়া বাস্তবায়নের ফলে সেবা গ্রহিতার প্রত্যাশিত বেনিফিট	১) ভোক্তার সময় ও পরিবহণ ব্যয় সাশ্রয় হবে। ২) দীর্ঘ লাইনের বিড়ম্বনা থেকে ভোক্তা মুক্তি পাবে। ৩) চাহিদার ভিত্তিতে খাদ্যশস্যের বরাদ্দ যৌক্তিকরণ ফলে ওএমএস দোকানে আগত সকল ভোক্তার খাদ্যশস্য প্রাপ্যতা নিশ্চিত হবে। ৪) ওএমএস দোকান খোলার সময় পুন:নির্ধারণ করার ফলে চাকুরিজীবী/গার্মেন্টস শ্রেণীর ভোক্তার জন্য ওএমএস দোকান থেকে খাদ্যশস্য ক্রয় করা সম্ভব হবে।

অন্যান্য (TCV কমেনি, কিন্তু গুণগত মান বৃদ্ধি কিংবা অন্যান্য সুবিধা বেড়েছে অর্থাৎ অনেক উদ্যোগ এর সুফল টিসিভি দিয়ে বুঝানো যাবে না অথবা টিসিভিতে পরিবর্তন ছাড়াও অন্যান্য দৃশ্যমান সুবিধা থাকতে পারে। এসব কিছুর বিবরণ এখানে লিখতে হবে)	১) কালার কোডিং/ইউনিক রং দ্বারা ওএমএস দোকান রং করার ফলে ভোক্তা সহজে ওএমএস দোকান চিহ্নিত করতে পারবে। ২) ম্যাপিং করার ফলে ভোক্তা সহজে নির্দিষ্ট এলাকায় অবস্থিত সকল ওএমএস দোকান সর্ম্পকে জানতে পারবে। ৩) সরকারি খাদ্যশস্য সংগ্রহ কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা (Good Governance) বৃদ্ধি পায়।

০৭। উদ্যোগ বাস্তবায়ন সংক্রান্ত ব্যাকগ্রাউন্ড ওয়ার্ক:

ক) লোগো নিদির্ষ্টকরণ

খ) সকল ওএমএস দোকান লাল ও সবুজ (জাতীয় পতাকার রঙ প্রস্তাবিত) রঙ দ্বারা চিহ্নিত হবে।

গ) খরচ : দোকান প্রতি

ক্র.নং	আইটেমের নাম	খরচের পরিমাণ (টাকা)
১	রং করা	/-
২	লোগো	---/-
৩	বিল র্বোড	---/-
৪	লিফলেট	-
মোট		/-

ঘ) কে, কোথায় প্রয়োগ করবে:

দায়িত্বপ্রাপ্ত টিম, ঢাকা মহানগরীর সকল ওএমএস দোকান ।

০৮। উদ্যোগ বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় রিসোর্সের পরিমাণ:

খাদ্য মন্ত্রণালয়ের নিজস্ব বাজেট/ ডিলার

০৯। উদ্যোগ বাস্তবায়নে বিদ্যমান নীতিমালা/ আইন/ সার্কুলারে পরিবর্তন:

ওএমএস নীতিমালায় **পরিবর্তন প্রয়োজন** “”

১০। উদ্যোগটির বাস্তবায়নকারী টিম:

টিম লিডার	সদস্য-১	সদস্য-২	সদস্য-৩	সদস্য-৪	সদস্য-৫
মো: হাজিকুল ইসলাম গবেষণা পরিচালক	মোস্তফা ফারুক আল বান্না সহযোগী গবেষণা পরিচালক	মো: আবুল হাসেম সহযোগী গবেষণা পরিচালক	আলীমা নুসরাত জাহান সহযোগী গবেষণা পরিচালক	মিজানুর রহমান সহযোগী গবেষণা পরিচালক	হিল্লোল ভৌমিক গবেষণা কর্মকর্তা

১১. Details of the Owner:

নাম	পদবী	কর্মস্থল	মোবাইল নম্বর	ই-মেইল
হিল্লোল ভৌমিক	গবেষণা কর্মকর্তা	এফপিএমইউ খাদ্য মন্ত্রণালয়	০১৭৩৪৮৬৮৩০২	Hillulvhowmik1988@gmail.com

১২. মেন্টরের তথ্য:

নাম	পদবী	অফিস	মোবাইল	ই-মেইল
মো: সেলিম আখতার	গবেষণা পরিচালক	এফপিএমইউ খাদ্য মন্ত্রণালয়	০১৭৪৯৩০৬০৮০	**selim886@gmail.com**

(হিল্লোল ভৌমিক)

গবেষণা কর্মকর্তা

ফোন: ০১৭৩৪৮৬৮৩০২